DHRUBA CHAND HALDER COLLEGE

{Research Project For CVAC 2 (Constitutional Values)}

CCF System 1st Semester Examination 2023

Name	**AMLAN ROY**

Calcutta University Roll Number

Calcutta University Registration Number

1ST Semester	**Year-2023**
Stream (B.A/B.Sc/B.Com)	**B.Com**
Course (Hons/Gen)	**Honours**
Subject	**CVAC 2**
Date of Project Submission	**23.03.2024**

❖ ভারতীয় সংবিধান উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্য: ভূমিকা, মূল্যবোধ ও তাৎপর্য

(Indian Constitution cited Fundamental Duties & it's Value; Significance)

মানব জীবনে 'অধিকার' ও 'কর্তব্য' শব্দ দুটি বিশ্বজনীন। অধিকার ও কর্তব্য মানব জীবনের পটভূমিতে পরস্পরের পরিপূরক। এক্ষেত্রে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অর্থহীন। অধিকার হলো এমন একটি উন্নত পরিবেশের অবস্থা যেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম। অপরপক্ষে কর্তব্য হল ব্যক্তির অধিকারভোগের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু দায়িত্ব পালন করা। যেহেতু কর্তব্য ও অধিকার পরস্পরের পরিপূরক সেক্ষেত্রে একজনের অধিকার ভোগের মাত্রার উপর অন্যের কর্তব্য পালনের মাত্রা নির্ভরশীল। কর্তব্য এবং অধিকার একই মুদ্রার দুটি পিঠ।

সংবিধানের অধীনে থাকা অধিকারের সংজ্ঞা বাস্তবায়িত হতে পারে না যতক্ষণ না কোন মানুষ তার নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে। সেই কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, হাঙ্গেরি, জাপান, এবং ইতালির মতো বিশ্বের বড় বড় দেশগুলোও সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলিকে লিপিবদ্ধ করেছে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, মৌলিক কর্তব্য গুলিকে ব্যক্তির জন্য নির্দেশক নীতি হিসেবে দেখা হয়, যা কেবলমাত্র তার আচরণকে সীমাবদ্ধ করে না বরং তাকে সৃজনশীল ও জাতির একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তার ভূমিকাকেও নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রিত করে।

"Rights without duties, are fables without moral"* _ *Harold Lasky

উদ্ভব **(Emergence) :**

ভারতের মূল সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের কোনো উল্লেখ ছিল না। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের চতুর্থ-ক (Part IV-A) অংশে ৫১-ক ধারায় ভারতের নাগরিকদের জন্য কর্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়। উল্লেখ্য ভারতের মৌলিক সংকর্তব্যের উল্লেখযোগ্য উৎস হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্য গুলির কথা যেমন বলা যায়, তেমনি একই সঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের ২৯(১) নং ধারায় উল্লেখিত ধারাও এক্ষেত্রে একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

"Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible." [1]

তবে ভারতের মৌলিক কর্তব্যের উদ্ভবের ক্ষেত্রে ১৯৭৬ সালে গঠিত স্বরণ সিং কমিটির প্রতিবেদনের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বলাবাহুল্য স্বরণ সিং কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ৪২ তম সংবিধান সংশোধনী আইনটি গৃহীত হয় এবং ভারতের সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যসমূহ কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বরণ সিং কমিটির প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আটটি মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য, স্বরণ সিং কমিটির অনেক সুপারিশকে কংগ্রেস গ্রহন করেনি, সে কারণে সেগুলি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই সুপারিশগুলি হল: (১) কোনো মৌলিক কর্তব্য অমান্য করলে বা মান্য করতে অস্বীকার করলে পার্লামেন্ট আইনের মাধ্যমে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবে; (২) মৌলিক অধিকারের বিরোধী, এই যুক্তির ভিত্তিতে কোন আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে না; (৩) সরকারকে কর প্রদান নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত হবে।

1. Article 29(1), Universal Declaration of Human Rights, United Nations

কর্তব্যসমূহ **(Enumerated Duties) :**

[Article 51A, The Constitution of India, 1950]

কর্তব্য ব্যতীত যে নাগরিকদের অধিকার ভোগ সম্ভব নয়, সেই উপলব্ধি থেকে স্বরণ সিং কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের চতুর্থ অংশে ৪-ক নামক একটি নতুন অংশে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলিকে সংযোজন করা হয়। উল্লেখ্য এই অংশের ৫১-ক নং ধারায় ভারতের নাগরিকদের জন্য দশটি মৌলিক কর্তব্য পালনের কথা বলা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ২০০২ সালে ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ৫১-ক ধারাটির মধ্যে একটি নতুন মৌলিক কর্তব্য সংযোজিত করা হয়। ফলে বর্তমান সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকদের মোট মৌলিক কর্তব্য সংখ্যা ১১।

সংবিধানের ৫১- ক ধারায় উল্লেখিত মৌলিক কর্তব্যসমূহ:

(১) সংবিধান মান্য করা এবং সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্র (National Anthem)-এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন (To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem);

(২) যে সুমহান আদর্শ গুলি, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেগুলিকে পোষণ ও অনুসরণ করা (To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom);

(৩) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করা (To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India);

(৪) দেশ রক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহূত হলে সারা দেওয়া (Too defend the country and render national service when called upon to do so);

(৫) ধর্মগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণীগত ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত ভারতীয় জনগণের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ এবং নারীর মর্যাদাহানিকর আচরণ পরিত্যাগ করা (To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women);

(৬) আমাদের জাতীয় মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে সম্মান ও সংরক্ষণ করা (To value and preserve the rich heritage of our composite culture);

(৭) বনভূমি, হ্রদ, নদনদী এবং বন্যপ্রাণী সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও তার উন্নতি সাধন করা এবং সকল জীবিত প্রাণীসমূহের প্রতি মমত্ববোধ প্রদর্শন (To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures);

(৮) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতাবোধ এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কার মূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারসাধন করা (To develop the scientific temper, humanism and The Spirit of enquiry and reform);

(৯) সরকারি সম্পত্তি সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন করার শপথ গ্রহণ করা (To safeguard public property and to abjure violence);

(১০) জাতি যাতে উদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে সতত উন্নীত হয়, সেজন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কর্ম প্রচেষ্টার সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষের জন্য চেষ্টা করা (To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement);

(১১) প্রত্যেক পিতা-মাতা বা অভিভাবককে তার ৬-১৪ বছরের মধ্যবর্তী বয়সের নিজ সন্তান বা প্রতিপাল্যকে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে (Provide opportunities for education to his child or ward between the age of six and fourteen years)।

মৌলিক কর্তব্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যসমূহ-কে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যথা:

প্রথমত, প্রকৃতিগতভাবে মৌলিক কর্তব্যগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: (১) পৌর কর্তব্য এবং (২) নৈতিক কর্তব্য। সংবিধান, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীত কে সম্মান করা এগুলি পৌর কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত। পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামের মহৎ আদর্শগুলিকে লালন করা নৈতিক কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত।

দ্বিতীয়ত, ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক কর্তব্য সমূহ শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য, এই কর্তব্যগুলি বিদেশীদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির মতো মৌলিক কর্তব্য গুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

চতুর্থত, মৌলিক কর্তব্যসমূহ নাগরিকদের দেশ ও সহ নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

মূল্যবোধ ও তাৎপর্য (Value & Significance)

সংবিধানের চতুর্থ-ক (Part IV-A) অংশে ৫১-ক ধারায় উল্লেখিত মৌলিক কর্তব্য গুলির একাধিক মূল্যবোধ ও তাৎপর্য বা গুরুত্ব রয়েছে।

প্রথমত, সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্য গুলি প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার গুলি ভোগ করার পাশাপাশি একটি মহান জাতি গঠনের ক্ষেত্রে তাদের কিছু দায়িত্ব পালন করার আবশ্যকতা আছে।
দ্বিতীয়ত, মৌলিক কর্তব্যসমূহ দেশের নাগরিকদের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী ও অসামাজিক কাজকর্মের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়।
তৃতীয়ত, মৌলিক কর্তব্য সমূহ নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা ও শৃঙ্খলাবোধকে জাগিয়ে তোলে।
চতুর্থত, মৌলিক কর্তব্যসমূহ নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সঞ্চারিত করার পাশাপাশি দেশ ও দেশবাসীর প্রতি তাদের অঙ্গীকারবোধকেও সঞ্চারিত করে।
পঞ্চমত, মৌলিক কর্তব্যের গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতা এবং সেগুলি লঙ্ঘনের প্রচেষ্টার ফলে বিচারবিভাগ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।
ষষ্ঠত, আইনগত দিক থেকেও মৌলিক কর্তব্যসমূহ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মৌলিক কর্তব্য অমান্য করলে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জরিমানা বা দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করতে পারে।
সপ্তমত, আইনের বৈধতা কিংবা সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষেত্রে মৌলিক কর্তব্যের গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক ক্ষেত্রে বিচারের কোন আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সেক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যসমূহ আদালতকে সাহায্য করে থাকে।
অষ্টমত, মৌলিক কর্তব্যগুলি দেশের নাগরিকদের এই মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে সম্মান ও সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
নবমত, মৌলিক কর্তব্য গুলি রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের চেতনাকে জাগ্রত করে থাকে। মৌলিক কর্তব্যসমূহ নাগরিকদের মধ্যে এমন অনুভূতি তৈরি করে যে, নাগরিকরা নিছক দর্শক নয় জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।
দশমত, মৌলিক কর্তব্য নাগরিককে তার সামাজিক ও নাগরিকত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং তাই এমনভাবে সমাজকে গঠন করে যেখানে সকলেই তার সহনাগরিকদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের প্রতি আন্তরিক এবং বিবেচনাশীল হয়ে ওঠে।

"The very right to live accrues to us only when we do the duty of citizenship of the world." — *Mahatma Gandhi*